২৪/৮/২০০২

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করার আবেদন

জাতীয় সংসদের বিগত অধিবেশনে ৯ জুলাই ২০০১ তারিখে 'শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০১' পাস করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি এই বিলে সদয় সম্মতি প্রদান করেছেন। কিন্তু এই আইনের প্রথম ধারার দ্বিতীয় উপধারা অনুযায়ী সরকারি গেজেটে অদ্যাবধি সরকার কোনো প্রজ্ঞাপন জারি করেনি। আইনটি থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো : ১ (২) 'সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।' কাজেই এই আইন এখনো কার্যকর হয়নি (১৫ জুলাই ২০০১) অথচ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের ক্ষমতাবলে বিগত ১৫ জুলাই ২০০১ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ শাদাত উল্লাহকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগদান করেছেন। এই নিয়োগ সম্পূর্ণ বেআইনি কারণ এই আইন বিগত ১৫ জুলাই ২০০১ তারিখে কার্যকর না হওয়ায় শেখ হাসিনা কোনো সময়ে এই নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেরেবাংলা কৃষি কলেজ থেকে উন্নীত) চ্যান্সেলর ছিলেন না। অতএব তিনি আইনসঙ্গতভাবে ভিসি পদে কোনোরূপ নিয়োগ দিতে সক্ষম ছিলেন না।

অতীতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বর্তমান ছয়টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একনেক অনুমোদিত প্রকল্পে ছয়টি অনুমোদিত ভিসির পদের সংস্থান রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক পর্যায়ে ভিসি পদের বিপরীতে ছয়জন ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করেছে। অনুরূপভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালককে পদাধিকার বলে প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) নিয়োগ করা হোক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সহায়তায় শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি বিভাগে পেশ করবেন। এ প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পরই পূর্ণাঙ্গ ভিসি, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও আনুষঙ্গিক কর্মকর্তা সরকার নিয়োগ করবে। এর পরই শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা যাবে। বর্তমানে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা শেরেবাংলা কৃষি কলেজের অনুমোদিত সেটআপে সর্বোচ্চ পদ হচ্ছে অধ্যক্ষ। (সরকারি সাধারণ কলেজের অধ্যাপক পদের সমতুল্য) ফলে অনুমোদিত সেটআপে ভিসির পদ ও এর অর্থায়নে কোনো বাজেট সংস্থান নেই। আইনত প্রকল্পের বাজেটে ভিসির পদ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কোনো ভিসি নিয়োগ করা আইনসঙ্গত হবে না।

অতীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত স্বায়ত্তশাসিত ইপসা (বিআইটির অনুরূপ মূলত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল) এবং এর নির্বাহী প্রধান রেক্টর (Rector) পদে কৃষি মন্ত্রণালয় চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে নিয়োগ দিয়েছিলেন। ১৯৯৮ সালে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত 'বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন' সংসদে পাস করার পর কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর (ভিসি) নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে রুলস অফ বিজনেসের (Rules of Business) অজুহাতে এক নির্বাহী আদেশ প্রদান করা হলে কৃষি মন্ত্রণালয় কোনোরূপ আপত্তি উত্থাপন না করেই তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ট্রান্সফার করে দিয়েছেন। অপরপক্ষে 'বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়' অদ্যাবধি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে যুক্তিযুক্তভাবে সংযুক্ত আছে। কৃষি সেক্টরের ও কৃষক শ্রেণীর উন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে কৃষি মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত রাখতেই হবে।

বিগত ৯ ডিসেম্বর ৯৯ তারিখে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রতি বিভাগে একটি নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত রাখার জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমীপে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে।

বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শাদাত উল্লাহর ভিসি পদে নিয়োগের আদেশটি বাতিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টাসহ রিভিউ কমিটির সদস্যবৃন্দকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। শিক্ষা সচিব মহোদয়কে আদেশটি বাতিল করার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

কৃষিবিদ এমএ জলিল
৩৭২/বি, খিলগাঁও
তালতলা, ঢাকা-১২১৯।